নতুন পুঁজির জটিল কাঠামো : প্যাক্স সিলিকা ও উদীয়মান ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র

উইলিয়াম আই. রবিনসন

ভাষান্তর : মোস্তাফিজুর রহমান জাভেদ

যুক্তরাষ্ট্রের ইরানে হামলা সাম্প্রতিক বৈশ্বিক অস্থিরতার এক দীর্ঘ ধারার সর্বশেষ ঘটনা;—যার মধ্যে রয়েছে ইউক্রেন ও মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক সংঘাত, মিয়ানমার ও সুদানের গৃহযুদ্ধ, শুল্ক নিয়ে বিরোধ, ফ্যাসিবাদের বিস্তার, ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী নীতি, গ্রিনল্যান্ড দখলের চেষ্টা, এবং যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলোতে আইসিই-র অভিযান ইত্যাদি। **ঘটনাগুলো আলাদা নয়, বরং এই বৈশ্বিক অস্থিরতার পেছনে কাজ করছে একটি অভিন্ন কাঠামোগত শক্তি;**—বিশ্ব পুঁজিবাদের গভীর সংকটের মুখে আন্তঃদেশীয় পুঁজির নতুন আধিপত্যশীল জোটের সহিংস বিস্তার। আপাত এই বিশৃঙ্খলাকে আরও ত্বরান্বিত করছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অস্থির প্রভাব ও নতুন ডিজিটাল প্রযুক্তি পুঁজির হাতে-যে বাড়তি শক্তি ভুলে দিয়েছে তা। এর ফলে পাশাপাশি উদীয়মান ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের ক্ষমতা বাড়ছে।

নতুন আন্তঃদেশীয় পুঁজির জোট এখন এই বৈশ্বিক অস্থিরতার কেন্দ্রে অবস্থান করছে, যখন বিশ্ব পুঁজিবাদ এক বিপজ্জনক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। ত্রিমুখী জোটটি গঠিত হয়েছে বৃহৎ প্রযুক্তি কোম্পানি, আন্তঃদেশীয় আর্থিক পুঁজি এবং সামরিক শিল্প-দমন কাঠামোর সমন্বয়ে। বিগ টেক এখন ডিজিটাল পুঁজিবাদের পুরো ক্ষেত্রটি নিয়ন্ত্রণ ও তাদের এই বিশাল শক্তিকে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের মাধ্যমে সরাসরি রাজনৈতিক ক্ষমতায় রূপান্তর করছে। **নিজের লক্ষ্য এগিয়ে নিতে এই জোট 'গ্লোবাল ট্রাম্পিজম'-এ ঝুঁকেছে, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ভাঙনের প্রেক্ষাপটে দেখা দেওয়া বিকৃত রাজনৈতিক লক্ষণগুলোর অন্যতম।**

শতাব্দীর শুরু থেকে বিগ টেক বিশ্ব অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলছে;—বিশেষ করে গত এক দশকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের আধিপত্য ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উত্থানের মধ্য দিয়ে। নতুন এই প্রযুক্তি ও এগুলোর নিয়ন্ত্রক ধনকুবেররা বিশ্ব-অর্থনীতির কাঠামোকে নতুনভাবে গড়ে তুলছে। বিশ্বের শীর্ষ প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর বেশিরভাগ যুক্তরাষ্ট্র ও চীনে অবস্থিত হলেও তারা সারা বিশ্ব থেকে বিনিয়োগ টেনে নিচ্ছে, এবং বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত পুঁজি নিজের মধ্যে কেন্দ্রীভূতও করছে। ২০২৫ সালে বিশ্বের শীর্ষ ২০টি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত বাজারমূল্য ২০ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়। বৈশ্বিক শেয়ারবাজারে যা মোট মূল্যের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ।

বিগ টেক এবং এর সঙ্গে যুক্ত আন্তঃদেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যিক পুঁজি আবার গভীরভাবে জড়িয়ে আছে সেই বিশাল বৈশ্বিক আর্থিক কর্পোরেশনগুলোর সঙ্গে, যারা শীর্ষ প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর অর্ধেকেরও বেশি মালিকানা নিয়ন্ত্রণ করে। ২০২২ সালে বিশ্বে ৩৩টি ট্রিলিয়ন ও মাল্টি ট্রিলিয়ন ডলারের পুঁজি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটেছে, যেখানে ২০১৭ সালে এর সংখ্যা ছিল মাত্র ১৭টি। পুঁজি-দৈত্যগুলো সম্মিলিতভাবে ৮৩ ট্রিলিয়ন ডলারের অধিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করছিল, যা উক্ত বছরের বৈশ্বিক মোট জিডিপির চার-পঞ্চমাংশের বেশি। **সর্বগ্রাসী এই অর্থনীতি ধীরে ধীরে রাজনৈতিকভাবেও সর্বগ্রাসী হওয়ার দিকে মোড় নিচ্ছে।** বিশ্বের প্রায় সবগুলো অর্থনৈতিক,

সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সরকার ও সামরিক বাহিনী এখন নতুন ডিজিটাল প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল;—যেখানে, প্রযুক্তির মালিক ও নিয়ন্ত্রক সুবিশাল কোম্পানিরা এগুলো তৈরি ও প্রযোগের জ্ঞান নিজের কুক্ষিগত করে রেখেছে।

সিলিকন ভ্যালি ও তার আর্থিক পৃষ্ঠপোষকরা এখন যুদ্ধ ও দমন-পীড়নের কাজে ডিজিটাল প্রযুক্তিকে ব্যবহারের দিকে ঝুঁকছে, এবং সামরিক-শিল্প-দমন কাঠামোয় একীভূত হয়ে পুঁজি-ক্ষমতার এই অক্ষকে আরও সুদৃঢ় করছে তারা। অক্ষটি ধীরে ধীরে স্বৈরাচারী, কর্তৃত্ববাদী ও ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গেও নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছে। প্রযুক্তি ও আর্থিক খাতের বিলিয়নিয়াগণ এখন বৈশ্বিক ভূরাজনীতির সক্রিয় খেলোয়াড়। **'গ্লোবাল ট্রাম্পিজম'-র মাধ্যমে তাদের বিশাল কাঠামোগত ক্ষমতাটি তারা প্রয়োগ করছে।** অস্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলার ওপর ভর করে নাগরিক সমাজের ওপর নিয়ন্ত্রণের নতুন পদ্ধতি তৈরি করাটাকে যেখানে বৈধ করে তোলা হচ্ছে;—দেশ ও সম্পদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণকে এটি আরও সহজ করে তুলেছে। বিগ টেকের সামরিকীকরণ এবং ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে এর একীভবনের অদ্ভুত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ উদাহরণ দেখা যায় ২০২৫ সালে, যখন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক শীর্ষ প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো সিইওদের মার্কিন সেনাবাহিনীতে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে নিয়োগ দেওয়া হয়, যদিও তারা বেসামরিক ব্যক্তি, এবং কখনও সামরিক বাহিনীতে কাজ করেননি।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর এই নতুন বৈশ্বিক ব্যবস্থাকে 'প্যাক্স সিলিকা' নাম দিয়েছে। দেশটির অর্থনীতি বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জ্যাকব হেলবার্গ বলছেন : 'বিংশ শতাব্দী চলত ভেল ও ইস্পাতের ওপর, আর একবিংশ শতাব্দী চলছে কম্পিউটিং শক্তি ও সেই শক্তির চালিকাশক্তি খনিজ পদার্থের ওপর।' প্যাক্স সিলিকার লক্ষ্য হলো এমন একটি 'বৈশ্বিক এআই সরবরাহ শৃঙ্খল' গড়ে তোলা, যা জ্বালানি, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, উৎপাদন, প্রযুক্তিগত হার্ডওয়্যার, অবকাঠামো ও এখনও কল্পনাতীত নতুন বাজারের জন্য এক ঐতিহাসিক সুযোগ ও চাহিদা তৈরি করবে। এই প্যাক্স সিলিকার ধারায় ট্রাম্প প্রশাসন এআই এবং আর্থিক খাতে ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ শিথিল করেছে, এবং বিপুল পরিমাণ ডেটা সেন্টার সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছে। দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম বছরেই নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে ৬৪৬টি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার পদক্ষেপ নেয় ট্রাম্প প্রশাসন।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তারা 'ডিজিটাল বাণিজ্যিক জাতীয়তাবাদ'-র একটি কৌশল অনুসরণ করছে, **যেখানে অন্যান্য দেশের সঙ্গে শুল্ক আলোচনায় চাপ সৃষ্টি করে তাদের এআই নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন বাতিল করতে তারা মরিয়া।** বিগ টেক ইতোমধ্যে অন্তত ৬৪টি দেশে এসব আইন তুলে দিতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

. . .

বিশ্ব পুঁজিবাদের যুগান্তকারী সংকট

বৈশ্বিক এই অস্থিরতার পেছনে যে-বাস্তবতা কাজ করছে, তা হলো বিশ্ব পুঁজিবাদের এক গভীর সংকট। কাঠামোগতভাবে ব্যবস্থাটি এখন অতিরিক্ত পুঁজি জমে থাকার সমস্যা, দীর্ঘস্থায়ী স্থবিরতা এবং বহু দশক ধরে লাভের হার কমে যাওয়ার চাপে রয়েছে। **২০০৮ সালের বৈশ্বিক আর্থিক বিপর্যয়ের পর থেকে লাভের হার ক্রমাগত কমছে, যদিও একই সময়ে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো মোট মুনাফায় রেকর্ড গড়েছে।** একদিকে, ২০১১ সালের একটি গবেষণায় দেখা যায় 'সম্পদের ওপর রিটার্ন ও বিনিয়োগকৃত পুঁজির ওপর রিটার্ন ১৯৬৫ সালের তুলনায় এখন এক

তৃতীয়াংশেরও কম।' অন্যদিকে, ২০২৪ সালে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের অ-ব্যাংকিং কোম্পানিগুলোর হাতে নগদ সঞ্চয় দাঁড়ায় ৬.৯ ট্রিলিয়ন ডলার। যুক্তরাষ্ট্রে ২০২৫ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে কর্পোরেট মুনাফা ৩.৪ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছে সর্বোচ্চ অবস্থায় পৌঁছায়, আর বৈশ্বিকভাবে বড়ো-বড়ো তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলো ২০২৫ সালে প্রায় ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের রেকর্ড মুনাফার পূর্বাভাস দেয়, যা ২০২৪ সালের তুলনায় ১২.২ শতাংশ বেশি। একদিকে লাভের হার কমছে, অন্যদিকে মোট মুনাফা বাড়ছে;—দ্বৈত প্রবণতাটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভেতরে ভাঙনের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ।

২০০৮ সালের পর থেকে বৈশ্বিক অর্থনীতি টিকে আছে মূলত ঋণের ওপর ভর করে হওয়া প্রবৃদ্ধি, রাষ্ট্রীয় সহায়তা (বেইলআউট) আর আর্থিক ফাটকাবাজির মাধ্যমে। ২০২৫ সালের শেষে ভোক্তা ও রাষ্ট্রীয় ঋণ মিলিয়ে মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩৭ ট্রিলিয়ন ডলার। এটি বৈশ্বিক জিডিপি (১১৭ ট্রিলিয়ন ডলার)-র প্রায় তিন গুণ। **বিপুল ঋণের পরিমাণ যেমন টেকসই নয়, তেমনি লাগামহীন আর্থিক ফাটকাবাজিও বিপজ্জনক।** তথাকথিত 'শ্যাডো ব্যাংকিং', যেটি মূলত ফাটকাভিত্তিক আর্থিক কার্যক্রমের ক্ষেত্র,—২০০৮ সালে বৈশ্বিক জিডিপির ১৫০ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৪ সালে ২২৫ শতাংশে পৌঁছায়, যার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫৭ ট্রিলিয়ন **ডলার। বাস্তব অর্থনীতি ও কাগুজে পুঁজির মধ্যে যে-বড়ো ফাঁক তৈরি হয়েছে, তা আরও স্পষ্ট হয় বৈশ্বিক সম্পদের হিসাব থেকে** : ২০২৪ সালে মোট ১.৭ কোয়াড্রিলিয়ন ডলারের সম্পদের মধ্যে মাত্র ৬২০ ট্রিলিয়ন ডলার ছিল বাস্তব সম্পদ, **আর বাকি প্রায় ১ কোয়াড্রিলিয়ন ডলার পুরোপুরি কল্পিত পুঁজি**।

এই অতিরিক্ত পুঁজি জমে থাকার সংকট আন্তঃদেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণিকে (TCC) নতুনভাবে বিস্তারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, কারণ তারা জমে থাকা উদ্বৃত্ত পুঁজির জন্য নতুন ক্ষেত্র খুঁজছে। ২০২৫ সালে চীন ১.২ ট্রিলিয়ন ডলারের রেকর্ড বাণিজ্য উদ্বৃত্ত অর্জন করে, যা ২০২৪ সালের তুলনায় ২০ শতাংশ বেশি। **এটি বৈশ্বিক অতিরিক্ত উৎপাদনের ইঙ্গিত দেয় এবং বাজার ও বিনিয়োগ ক্ষেত্র নিয়ে ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতাকে আরও তীব্র করে তোলে।** এই পরিস্থিতিতে নতুন আধিপত্যশীল পুঁজি-জোটের নেতৃত্বে শ্রেণিটি এখন ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর আক্রমণাত্মক বিস্তারের পথে অগ্রসর হচ্ছে। আরও কঠোর নিষ্কাশনমূলক পদ্ধতিতে পুঁজি সঞ্চয়ের দিকে ঝুঁকেছে তারা;—ভূমি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ দখল করছে, যাতে এআই প্রযুক্তি ও ডেটা সেন্টারের বাড়তে থাকা চাহিদা পূরণ করা যায়। নিরন্তর বিস্তারের ভাড়নাই আজকের বিশ্বকে নাড়িয়ে দেওয়া ঘটনাগুলোর পেছনের মূল শক্তি।

. . .

গ্লোবাল ট্রাম্পিজম

যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পিজম ধীরে ধীরে একধরনের উদীয়মান ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রে রূপ নিতে চলেছে। **একই সময়ে, যখন আন্তঃদেশীয় শাসকগোষ্ঠী ভেতর থেকে ভেঙে পড়ছে, তখন এই ট্রাম্পিজম বিশ্বজুড়ে দমনমূলক রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে নতুন জোট গড়ে তুলছে।** গ্লোবাল ট্রাম্পিজম আসলে বৈশ্বিক পুঁজি বিস্তারের একটি হাতিয়ার। আন্তঃদেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণি যদি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিপ্লবের মাধ্যমে আবার লাভ বাড়াতে ও উৎপাদন বিস্তার করতে চায়, তাহলে তারা এখন ক্রমশ এমন এক ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করছে, যে-রাষ্ট্র জোর করে সম্পদের পথ খুলে দেয়, অস্থির মানুষকে নিয়ন্ত্রণে রাখে ও বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি চাপিয়ে দেয়।

শিল্পযুগের ফ্যাসিবাদ আর ডিজিটাল যুগের ফ্যাসিবাদ এক নয়। একবিংশ শতাব্দীর ফ্যাসিবাদ গড়ে উঠছে বৈশ্বিক পুঁজিবাদের গভীর সংকটের প্রতি এক চরম ডানপন্থী প্রতিক্রিয়া হিসেবে। নতুন ডিজিটাল প্রযুক্তি আন্তঃদেশীয় পুঁজির ক্ষমতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে, এবং রাষ্ট্রকে নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণের আরও শক্তিশালী হাতিয়ার সরবরাহ করছে। **এই সময়ের ফ্যাসিবাদে দেখা যায় আন্তঃদেশীয় পুঁজি, রাষ্ট্রের দমনমূলক রাজনৈতিক ক্ষমতা ও নাগরিক সমাজে ফ্যাসিবাদী সংগঠনের একধরনের মিশ্রণ।** ট্রাম্পের আমলে যুক্তরাষ্ট্রে এই মিশ্রণটি ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রযুক্তি, অর্থ ও সামরিক খাতের বিস্তারের জন্য রাষ্ট্রীয় চুক্তি, ভর্তুকি, নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণ এবং অন্যান্য নীতির ওপর নির্ভরতা বাড়তে থাকায় এই পুঁজি-জোট এখন ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রকে গ্রহণীয় ভাবতে আরম্ভ করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (ICE) ধীরে ধীরে একধরনের ফ্যাসিস্ট আধাসামরিক বাহিনীতে পরিণত হচ্ছে। এটি অতীতের 'ব্রাউন শার্ট'-র আধুনিক রূপ। এই বাহিনী ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের বিকাশ ও নাগরিক সমাজের ফ্যাসিবাদী পুনর্গঠনের মধ্যে একধরনের সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করছে। **আইসিই-র আক্রমণ শুধু অভিবাসী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে নয়, বরং এটি হচ্ছে আধাসামরিক সন্ত্রাসকে স্বাভাবিক করে তোলার প্রচেষ্টা।** পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলো এখন দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ, যা আইসিই ও অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ তদারকি করে, এবং বিচার বিভাগ, যা বিভিন্ন ফেডারেল পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী পরিচালনা করে, এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রসিকিউটর সংস্থা,—দুটি প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্রকে ফ্যাসিস্ট কাঠামোয় পুনর্গঠিত করার কেন্দ্র হয়ে উঠছে।

'গ্লোবাল ট্রাম্পিজম' বলতে বোঝানো হচ্ছে আন্তঃদেশীয় শাসকগোষ্ঠীর একটি নির্দিষ্ট অংশ, যারা নিজের মধ্যে বিভক্ত হলেও কিছু রাষ্ট্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখে। এই অংশটি সম্ভবত বৈশ্বিক শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে প্রকাশ্যভাবে কর্তৃত্ববাদী। এর প্রতীক হিসেবে আছেন *Donald Trump*. এবং তার সঙ্গে যুক্ত আছেন *Nayib Bukele, Benjamin Netanyahu, Jair Bolsonaro, Javier Milei Viktor Orban* ও *Nigel Farage*। এরা সবাই মিলে এক ধরনের ডানপন্থী, কর্তৃত্ববাদী ও নব্যফ্যাসিস্ট শক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করে, যারা ট্রাম্পীয় এজেন্ডাকে সমর্থন করা ও এর আন্তর্জাতিক 'গ্যাংস্টারধর্মী' আচরণকে প্রশংসা করতে সদা তৎপর।

নতুন পুঁজি-জোটের সংহতি এখন অনেকখানি নির্ভর করছে গ্লোবাল ট্রাম্পিজমের আদর্শিক চরম হওয়া ও রাজনৈতিক শক্তির ওপর। এই জোট গভীরভাবে জড়িয়ে আছে বৈশ্বিক যুদ্ধ, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, দমন-পীড়ন ও নজরদারির ব্যবস্থার সঙ্গে। **ব্যবস্থাগুলো ক্রমশ ডিজিটাল হয়ে উঠছে, স্বয়ংক্রিয় হচ্ছে, এবং বৈশ্বিক অর্থনীতি ও সমাজের গভীরে গেঁথে যাচ্ছে।** সামরিকীকৃত পুঁজি সঞ্চয় ও দমন-পীড়নের মাধ্যমে পুঁজি সঞ্চয়, উভয় প্রক্রিয়া বাজার ও সম্পদের নতুন পথ খুলে দেয়। এই খাতে বিনিয়োগ জমে থাকা অতিরিক্ত পুঁজি খরচ করার বড়ো সুযোগ তৈরি করে। রাষ্ট্র ও আন্তঃদেশীয় পুঁজিপতিরা নিজের মধ্যে প্রতিযোগিতা করতে পারে বাজার সম্প্রসারণ ও উদ্বৃত্ত মূল্য বন্টন নিয়ে; **কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রতিটি পুঁজিপতির প্রয়োজন একটি বৈশ্বিক পুলিশ রাষ্ট্র, যা শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে।** এবং, প্রতিটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কোনো-না-কোনোভাবে সে-ভূমিকা পালন করে।

বিশ্বব্যাপী সামরিক ব্যয় ২০২৪ সালে ২.৭২ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছে নতুন রেকর্ড গড়ে। আগের বছরের তুলনায় এটি প্রায় ১০ শতাংশ বেশি। শীতল যুদ্ধের পর সবচেয়ে বড়ো বৃদ্ধি তা। **২০২৫**

সালে ১০০টিরও বেশি দেশ তাদের সামরিক বাজেট বাড়িয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে দ্বিগুণ হারে বাড়িয়েছে। এর ফলে বিশ্বজুড়ে সামরিক খাতের শেয়ারমূল্য বেড়েছে, এবং সামরিক প্রযুক্তিনির্ভর কোম্পানিগুলোতে বিপুল বিনিয়োগ এসেছে। যুদ্ধ ও দমন–পীড়নের সঙ্গে ডিজিটাল প্রযুক্তি যুক্ত হওয়ার ফলে 'ডিফেন্স টেক' নামে পরিচিত উচ্চ প্রযুক্তির সামরিক স্টার্টআপ দ্রুত বাড়ছে। ২০২৫ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে এসব স্টার্টআপে ১৯ বিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় ২০০ শতাংশ বেশি। ২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের আগে ইউরোপের অস্ত্রশিল্প যে–গতিতে বাড়ছিল, এখন তার তিন গুণ গতিতে তা সম্প্রসারিত হচ্ছে। **একইসময়ে বৈশ্বিক ভাড়াটে বাহিনীর বাজারও দ্রুত বাড়ছে, কারণ বিভিন্ন 'মাফিয়া–ধাঁচের' রাষ্ট্র ও আধাসামরিক শক্তির সংখ্যাও দ্রুত বাড়ছে বিশ্বে।** চীন এখন ১৩৮টি দেশে পুলিশ ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, এবং তার নজরদারি ও পুলিশিং প্রযুক্তির রপ্তানি দ্রুত বাড়ছে।

২০২৫ সালের প্রথম নয় মাসে সামরিক প্রযুক্তিতে বৈশ্বিক প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়, যার পেছনে ছিল বাড়তে থাকা চাহিদা ও ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা। ২০২৫ সালের ৮ জানুয়ারি ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দেন–যে তিনি ২০২৭ সালের সামরিক বাজেট বাড়িয়ে ১.৫ ট্রিলিয়ন ডলারে নিতে চান, যেখানে ২০২৬ সালের বাজেট ছিল ১০১ বিলিয়ন ডলার। এই ঘোষণার পর সামরিক খাতের শেয়ারমূল্য দ্রুত বেড়ে যায়। ২০২৬ সালের জাতীয় প্রতিরক্ষা কৌশলে বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা শিল্পভিত্তিকে আরও দ্রুত শক্তিশালী করতে হবে। একই সময়ে *Core Civic* এবং *GEO Group* এই দুটি বড়ো কোম্পানির শেয়ারমূল্যও বেড়ে যায়। বেসরকারিভাবে মুনাফাভিত্তিক অভিবাসী আটক কেন্দ্র পরিচালনা করে। **ট্রাম্প যখন অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান আরও বাড়ান এবং বাজেট ১৭০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করেন, তখন এই কোম্পানিগুলোর শেয়ার হঠাৎ বেড়ে যায়।** এই বাজেটের মধ্যে আইসিই (ICE)–র জন্য বরাদ্দ ১০ বিলিয়ন থেকে বেড়ে ৮৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়। পাশাপাশি নতুন অভিবাসী আটক কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ৪৫ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হয়, যা আগের বছরের তুলনায় ৪০০ শতাংশ বেশি।

. . .

নৃশংসতা: পুঁজি সঞ্চয়ের নতুন কৌশল

তারা, ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র এখন একধরনের এআই নির্ভর রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে। এই নতুন আধিপত্যশীল পুঁজি–জোট যখন ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, তখন তার শক্তির একটি স্পষ্ট উদাহরণ হলো বিলিয়নিয়ার *Elon Musk–র* স্টারলিংক ইন্টারনেট ব্যবস্থা। পৃথিবীর বড় একটি অংশ এখন স্টারলিংকের কক্ষপথে থাকা প্রায় ১০ হাজার স্যাটেলাইটের ওপর নির্ভরশীল। **এর ফলে এই ব্যবস্থার হাতে বিপুল ক্ষমতা এসে গেছে, যা ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয় পুরো দেশ ও জনগোষ্ঠীর ওপর, এমনকি সরাসরি যুদ্ধ ও শান্তির ক্ষেত্রেও।** উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে যখন ইউক্রেন সরকার যুক্তরাষ্ট্রের চাপ মেনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ এআই সম্পর্কিত খনিজ সম্পদের প্রবেশাধিকার দিতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন মার্কিন আলোচকরা কিয়েভের স্টারলিংক সংযোগ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয়, যা কার্যত যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সামরিক যোগাযোগকে অচল করে দিতে পারত।

নতুন এই 'প্যাক্স সিলিকা' যুগের ফ্যাসিস্ট প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর মধ্যে অন্যতম *Palantirl-র* সিইও অ্যালেক্স কার্প স্বয়ং বলেছেন, **তাদের সফটওয়্যার সামরিক ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে মানুষ শনাক্ত, লক্ষ্য নির্ধারণ ও হত্যার কাজে সাহায্য করে। অর্থাৎ, একধরনের 'ডিজিটাল কিল চেইন' গড়ে ভুলতে সক্ষম করে।** ২০২০-র দশকে এআই-র দ্রুত বিস্তারের পর *Palantir* একটি ছোট সরকারি ঠিকাদার থেকে পরিণত হয়েছে বড়ো এআই নির্ভর ডেটা সমন্বয় প্ল্যাটফর্মে। এর প্রভাব এখন ছড়িয়ে পড়েছে যুদ্ধ ও দমন-পীড়ন থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থনীতি, শিল্প উৎপাদন, ডেটা বিশ্লেষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনায়। সরকারি চুক্তির জোরে ২০১৯ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে এর শেয়ারমূল্য প্রায় ৮০০ শতাংশ বেড়েছে, এবং ২০২০ সালের পর থেকে এর বাজারমূল্য বেড়েছে ১৭০০ শতাংশেরও বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জে. ডি. ভান্স *Palantir*-র সহ-প্রতিষ্ঠাতা পিটার থিয়েলের ঘনিষ্ঠ। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী লেবাননে হামলা ও গাজায় গণহত্যার ক্ষেত্রে *Palantir*-র প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে।

২০২৬ সালের জানুয়ারিতে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের সম্মেলনে ট্রাম্প যে 'গাজা বোর্ড অব পিস' ঘোষণা করেন, তার লক্ষ্য ছিল একটি নতুন ইসরায়েল গালফ রাষ্ট্র জোট গড়ে তোলা; যা বৈশ্বিক প্যাক্স সিলিকার একটি পরীক্ষামূলক রূপ। এই তথাকথিত 'শান্তি বোর্ড' আসলে গ্লোবাল ট্রাম্পিজমের একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার। **এর উদ্দেশ্য জাতিসংঘ, জি ও জি-20-র বিকল্প আন্তর্জাতিক কাঠামো দাঁড় করানো।** গাজায় উচ্চমাত্রার ধ্বংসযজ্ঞ থেকে নিম্নমাত্রার ধ্বংসের দিকে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বোর্ডের লক্ষ্য হয়ে ওঠে গাজার গ্যাস ও তেল, সমুদ্রতীরবর্তী সম্পদ ও পর্যটন সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো। **কিন্তু এর গভীরতর উদ্দেশ্য হলো গাজাকে এমন একটি কেন্দ্রে রূপান্তর করা, যেখানে, একধরনের কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ড হিসেবে প্রযুক্তি ও আর্থিক পুঁজি অবাধে কাজ করতে পারে।**

এই পরিকল্পনায় রয়েছে ফিলিস্তিনিদের 'স্বেচ্ছায়' অন্য দেশে স্থানান্তর, এআই-নির্ভর উচ্চপ্রযুক্তির শহর নির্মাণ, এবং একটি সীমিত ও অস্পষ্ট ফিলিস্তিনি প্রশাসন। বাস্তবে এটি বহুজাতিক পুঁজির মাধ্যমে গাজা দখলের বৃহৎ পরিকল্পনা, যেখানে ইসরায়েলি সামরিক নিয়ন্ত্রণ ও গ্লোবাল ট্রাম্পিজমের প্রভাব থাকবে। **ফ্যাসিবাদ, যুদ্ধ ও পুঁজি সঞ্চয় এখন একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে গেছে নতুন এই পুঁজি-জোটের কৌশলের ভেতর।** ক্রিপ্টো বিলিয়নিয়ার, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী এবং ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার, যাকে 'শান্তির দূত' হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল,—এই মডেলকে বিশ্বজুড়ে অন্যান্য 'জটিল পরিস্থিতি'র জন্য একটি উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন।

গাজা একবিংশ শতাব্দীর প্রথম এআই নির্ভর যুদ্ধ। একধরনের অ্যালগরিদমিক গণহত্যা। এই অঞ্চলকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে, এবং সেই ধ্বংস বিপুল মুনাফা তৈরি করেছে। ধ্বংসের পর শুরু হবে আরেকটি নতুন ধাপ,—পুনর্গঠন। এটি আবার এই পুঁজি-জোটের নেতৃত্বে হবে। **যুদ্ধ ও দমন-পীড়নের মাধ্যমে পুঁজিসঞ্চয় টিকে থাকে ধ্বংস ও পুনর্গঠনের এক অবিরাম চক্রের ভেতর। নতুন অস্ত্র ব্যবহারের জন্য পুরোনো ধ্বংস প্রয়োজন।** যত বেশি ধ্বংস, তত বেশি পুনর্গঠন, আর তত বেশি মুনাফার সুযোগ তৈরি হয়। এই সংকটময় বৈশ্বিক পুঁজিবাদের বিকৃত যুক্তিতে নৃশংসতার সঞ্চয়ই পুঁজিসঞ্চয়ের আরেক রূপ।

নতুন পুঁজি-জোট এখন বৈশ্বিক শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে এক ধারাবাহিক আক্রমণ চালাচ্ছে। **তবে এই ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র এখনও পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি;—এটি এখনও অসম্পূর্ণ, এবং**

ভেতরে ভেতরে দ্বন্দ্বে ভরা। এখানেই মূল সমস্যা। ফ্যাসিবাদ টিকে থাকতে চাইলে একটি বড়ো সামাজিক ভিত্তি দরকার, কিন্তু এই ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের জন্য বাস্তব কোনো সুবিধা দিতে পারে না। বিশ্বজুড়ে বৈষম্য, বঞ্চনা ও মানুষের বহিষ্কার,—এসবের ফলে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ বাড়ছে, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে। মিনেসোটায় আইসিই বিরোধী আন্দোলন বিশ্বজুড়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, এবং প্রতিরোধের ইচ্ছাকে জাগিয়ে তুলেছে। **একইসময়ে আন্তঃদেশীয় পুঁজিপতি গোষ্ঠী এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভেতরেও দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠছে, যার প্রমাণ দেখা গেছে ২০২৬ সালের দাভোস সম্মেলনে।** ভূরাজনৈতিক সংঘাতও বাড়ছে। এখন ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছে, পুঁজিকে শুধু নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, তাকে সরিয়েও দিতে হয়।

. . .